প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত®

AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি-২০১৬

এ সংখ্যায়...

কাব ক্যাম্পুরীর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন
সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স
জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প
গল্প
ভ্রমণ কাহিনী
স্বাস্থ্যকথা
ফিরে দেখা-২০১৫
তথ্য-প্রযুক্তি
স্বদেশ-বিবৃতি
স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।

- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

- ৬০ বর্ষ - ১ম সংখ্যা
- পৌষ-মাঘ ১৪২২
- জানুয়ারি-২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইলঃ ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ইমেইলঃ bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

২০১৬ সাল দু'টি দিক থেকে স্কাউটদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। এবছর বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনের শতবর্ষ ও বিশ্ব কাব স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। এই দেশে- মাটিকায় ১৯১৪ সালে স্কাউটিংয়ের শুভ সূচনা হয়। বৃটিশ-ভারত, পাক-ভারত, পূর্ব পাকিস্তান অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশে কালক্রমে স্কাউটিংয়ের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক স্কাউট সদস্য সংখ্যা ও কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি গর্বিত দেশ। এর সদস্য সংখ্যা ১৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ব কাব স্কাউটিং শুরুর যাত্রাকাল ১৯১৬ থেকে গননা করা হলে বাংলাদেশে সময়ের আবর্তে স্কাউটিং শতবর্ষে উপনীত হয়েছে। আজ বাংলাদেশের শহর বন্দরসহ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারী বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউট কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রচেষ্টা অনেকাংশে সম্পন্ন হয়েছে।

এই জানুয়ারি মাস বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের এক নবযাত্রার সূচনা ঘটলো। অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর আয়োজন আর এক মাত্রা যোগ করলো। ২৩ জানুয়ারির অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উপলক্ষে সকলকে সু-স্বাগতম। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সফল হোক অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণের সময়ে একটি দুর্লভ মুহূর্তের ছবি ও অন্যান্যগুলো মৌচাকে ক্যাম্পুরি প্রাঙ্গণের কাবদের আনন্দানুভূতির প্রকাশের একাংশের ছবি।

[পরবর্তী সংখ্যায় অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী আরোকিছু সচিত্র প্রতিবেদন, ছবি ছাপানো হবে।]

অষ্টম জাতীয় ক্যাম্পুরী

উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা...

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন –এএইচ এম শামছুল আজাদ	০৩
বাংলাদেশে স্কাউটিং এর শতবর্ষ/কাবিং এর শতবর্ষ	০৬
সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বিষয়ক কোর্স	০৭
চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫ –ফরহাদ হোসেন	০৯
গল্প, রঙ্গরসে মৈত্র দা –মো. হামিদুল হক	১১
দেখে এলাম মেঘালয় সিলংয়ের স্কাউটিং –কাজী ইসমাঈল হোসেন	১৩
স্বাস্থ্য কথা	১৬
ফিরে দেখা –স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
খেলা-ধুলা	২৫
তথ্য-প্রযুক্তি	২৬
স্বদেশ বিবৃতি –সালেহীন সিরাত	২৭
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ –তৌফিকা তাহসিন	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোকা	৪০

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে...

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূতে প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশকরা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

স্কাউটসদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী...

"তোমাদের হাতেই তো দেশকে রেখে যাবো"

অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন ২৩ জানুয়ারি

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

কাব স্কাউটিংয়ের শত বছরের উষালগ্নে "আমরা করব জয়" থিম নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ২২- ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। দেশের সকল উপজেলা থেকে আগত প্রায় ৮ হাজার কাব স্কাউট ও কাব লিডারদের কলকাকলিতে মুখরিত মৌচাকের স্কাউট প্রাঙ্গণ। ক্যাম্পুরী হচ্ছে কাব স্কাউটদের সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক সমাবেশ ও মিলনমেলা। জাতীয় পর্যায়ে প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী।

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর ও গণভবনে যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ শনিবার, সকাল ১০:৩০ মিঃ গণভবন, ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, তোমরাই তো একদিন মন্ত্রী হবে, প্রধানমন্ত্রী হবে, সচিব হবে, বিজ্ঞানী হবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরাতো বুড়ো হয়ে গেছি। আমি তো এখন বুড়ো দাদু। দেশের ভবিষ্যত হচ্ছো তোমরা। তোমাদের হাতেই তো দেশকে রেখে যাবো। আমরা চাই প্রাথমিক স্তর থেকে প্রতিটি স্কুলেই স্কাউটিং শুরু হোক। তাতে ছেলে মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ভবিষ্যতের কারিগর শিশুদের উন্নত চরিত্র গঠন, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং দেশ ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তৈরীতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটিং চালুর উপর তিনি জোর দেন। দেশে স্কাউট আন্দোলন জোরদার করতে সব বিভাগে স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে মানুষের জন্য ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ গড়ে উঠলে দেশ এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ক্যাম্পুরী থীম অত্যন্ত উদ্দীপনামূলক। কারণ বাংলাদেশ এখন আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে এখন আর কেউ অবহেলা করতে পারেনা। অবশ্যই আমরা সর্বক্ষেত্রে জয় করব। তোমরা যারা ক্যাম্পুরীতে অংশ নিয়েছ, ভবিষ্যতে সবাই জয়ী হবে সেটাই আমি চাই। কাব স্কাউট এর মূলমন্ত্র হচ্ছে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যথাসাধ্য চেষ্টা করলে আমরা কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবো না। গণভবনে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড গ্রহণে আসা কাব স্কাউটদের আগমনে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ গণভবন ক্ষুদে স্কাউটদের পদচারণায় মুখরিত। এরপর সবাই পর্যায়ক্রমে আসবে। সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তিনি মৌচাকের ক্যাম্পুরী প্রাঙ্গণে আসতে না

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকের প্রাঙ্গণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত কাব স্কাউটরা

পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনকে দেশের ডিজিটাইলাইজেশনের একটি দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন।

ক্যাম্পুরীর মূল এরিনা গাজীপুর মৌচাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন শিল্প মন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি, দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এমপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী একাধিক কাব স্কাউটদের সাথে মতবিনিময় করেন।

গ্র্যান্ড ইয়েল ও পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। ক্যাম্পুরী ময়দানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান। প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে আরোহন ও স্কার্ফ, স্যুভেনীর প্রদান শেষে গণভবনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৮৫১জন "শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড" অর্জনকারীদের মধ্যে ১০টি স্কাউট অঞ্চলের ৭১জন কাব স্কাউট সকলের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও সনদ গ্রহণ করে। অবশিষ্ট অ্যাওয়াপ্রাপ্তগণ মৌচাকে বিশেষ অতিথিদের নিকট থেকে অ্যাওয়ার্ড ও সনদ গ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় ডিসপ্লে গণভবন ও মৌচাকে অংশগ্রহণকারীরা উপভোগ করেন। উদ্বোধনের পর বেলুন ও পায়রা উড়ানো সহ বাংলাদেশ স্কাউটসের কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশে স্কাউটিং এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাক টিকেট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মৌচাক ক্যাম্পুরী প্রাঙ্গণ থেকে সভাপতির ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

উল্লেখ্য, স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ৭-১১ বয়সী যুবদের জন্য উলফ কাব প্রোগ্রাম চালু করেন ১৯১৬ সালে। প্রথম বছরে ত্রিশ হাজার যুব এ প্রোগ্রামে যোগদান করেন। বর্তমানে বিশ্বে ১৩ মিলিয়ন কাব স্কাউট রয়েছে এবং কাব স্কাউটিং শত বৎসর অতিক্রম করেছে। শত বছরের স্মৃতিবহুল এই ক্যাম্পুরী অংশগ্রহণকারী এবং আয়োজকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আরেকটি শতবর্ষ হয়তোবা এখন যারা কাবিং করছে তাদের দেখার সুযোগ হবেনা। বিশ্বময় বিভিন্নভাবে এই শতবছরকে উদযাপন ও স্মরণীয় করে রাখছে। অভিবক্ত বাংলার এই জনপদে ১৯১৪ সনে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে স্কাউটিং এর শুভ সূচনা হয়। ১৯৭২ সনে সদ্য স্বাধীন দেশে স্কাউটিং নতুনভাবে শুরু হয়। ২০১৪ সনে বাংলাদেশ ভূখন্ড স্কাউটিং এর শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। শতবর্ষ স্কাউট অঙ্গনকে স্মৃতিময় করে রেখেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৭ সনে খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮৪৭ জন কাব স্কাউট নিয়ে প্রথম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্টিত হয়। পর্যায়ক্রমে আরও ০৭টি ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি চার বছর অন্তর জাতীয় ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পুরী উপলক্ষে মেইন এরিনার পাশে মৌচাক স্কুলে স্থাপন করা হয় সরকারী বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগিদের সমন্বয়ে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ যা সংক্ষেপে জিডিভি নামে পরিচিত। এসকল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আইসিটি, স্কাউট প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় সংস্কৃতির বাইস্কোপ, নাগরদোলা ক্ষুদ্র কুটির ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী হয় এই ভিলেজে। ২৩ জানুয়ারি বিকেল ৪ টায় ক্যাম্পুরী গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ উদ্বোধন করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রতিদিন ভিলেজভিত্তিক দুই হাজার ছেলেমেয়ে ও স্থানীয় দর্শনার্থীগণ জিডিভি পরিদর্শন করে জ্ঞান অর্জন করে। ভিলেজের উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিনই কাব স্কাউটরা দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। দর্শক ও অংশগ্রহণকারীরা তা উপভোগ করেন।

১১ টি উল্লাস নিয়ে ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম সাজানো হয়েছে। উল্লাসগুলি হচ্ছে, আনন্দ সকাল, আমার তাঁবু, আমরা সবাই রাজা, গাঙ চিল, মুক্ত আকাশ, বন্ধু গড়ি, আমার তাঁবু, কিডস জোন, খেলব মোরা, রত্ন দ্বীপে যাত্রা, জানা অজানা ও ক্যাম্প ফায়ার। এ সকল উল্লাসে অংশগ্রহণ করে একদিকে যেমন কাবরা আনন্দ উপভোগ করছে অন্যদিকে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে। ক্যাম্পুরীর সমগ্র অংশগ্রহণকারীগণ কদম, জবা, সূর্যমুখী, কৃষ্ণচূড়া নামে ৪ টি ভিলেজ ও ৮ টি সাব ক্যাম্প কামিনী, দোলন চাঁপা, শিউলী, কাশফুল, ডালিয়া, কসমস, শিমুল, পলাশ এ বিভক্ত হয়ে তাঁবুতে অবস্থান করে পর্যায়ক্রমে ক্যাম্পুরীর সকল চ্যালেঞ্জিং ও আকর্ষণীয় উল্লাসে অংশগ্রহণ করছে। ক্যাম্পুরী চলাকালীন প্রতিদিন প্রত্যুষে কচি কোমল শিশু কিশোররা ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা শেষে দিনভর নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে অতিবাহিত করে তাঁবুবাস জীবন। দিনের শুরুতে সকাল ৬ টায় আনন্দ সকালে শরীর চর্চা শেষে অংশগ্রহণ করে আমার তাঁবু কার্যক্রমে। এরপর ভিলেজভিত্তিক উল্লাসে অংশগ্রহণ। আকর্ষণীয় ও বিচিত্র সাজ নিয়ে আমরা সবাই রাজা উল্লাস এরিনায় কাব স্কাউটরা তীরন্দাজ, ডট বোর্ড, বেলুন দিয়ে ডিসকাস থ্রো, কৌটায় বল ফেলা, ভারসাম্য রক্ষা, মৎস্য শিকার, বলতে পারি, ঠিকানা খোঁজা স্টেশনে অংশগ্রহণ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেয়। দেশীয় খেলাসমূহের সাথে পরিচিতি ও সংরক্ষণে আয়োজন করা হয় গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, ফুলটোকা, বৌ ছি। পাশাপাশি ছিলো রিং চালানো, সাতচারাসহ

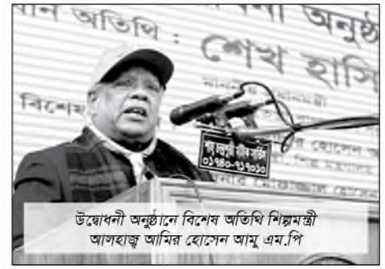

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু এম.পি

দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজ

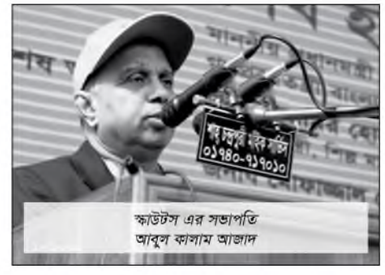

স্কাউটস এর সভাপতি আবুল কালাম আজাদ

অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোঃ নজিবুর রহমান

ক্রিকেট, ফুটবল ও খো খো খেলা। রত্ন দ্বীপ উল্লাসে অজানাকে জানার জন্য বিভিন্ন চিহ্ন অনুসরণ পথের মধ্যে বাধা অতিক্রম করে রত্ন দ্বীপে উপস্থিত হয়। গাঙ্গচিল উল্লাসে নন্দন পার্ক ভ্রমণ ও রাইডে আরোহন করে মেতে উঠে সকল অংশগ্রহণকারী। প্রতিদিন অপরাহ্নে কাব স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে মুক্ত আকাশ- গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ, বন্ধুগড়ি, কিডস জোন এ। সন্ধ্যায় সারা দিনের কর্ম ক্লান্তি দূর করার জন্য আয়োজন করা হয় ক্যাম্প ফায়ার। ক্যাম্পুরীর আকর্ষণীয় এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরগণ পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করছে। ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী ও নির্বাচিত কাবদের পরিবেশনায় মহাতাঁবু জলসা। ক্যাম্পুরী সকল অনুষ্ঠানে প্রায়দিনই সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, খ্যাতিমান ব্যাক্তিবর্গ ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কাব স্কাউটদের উৎসাহিত করবেন। কাম্পুরী শিক্ষা, অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক স্মৃতি নিয়ে ২৮ জানুয়ারি ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সকল কাব স্কাউটরা।

কাম্পুরীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাব স্কাউটদের শারিরীক ও মানসিক উন্নয়ন, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, দেশ প্রেম, সময়নিষ্ঠাবান, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন জীবন, প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা ও স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই প্রত্যাশা সকলের।

প্রতিবেদক:
এ এইচ এম শামছুল আজাদ
উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশে স্কাউটিং এর শতবর্ষ

বাংলাদেশে স্কাউটিং এর ইতিহাসে ১৯১৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বর্ণিত সময়ে অবিভক্ত বাংলায় ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে ১৯১৪ সালে স্কাউটিং এর শুভ সূচনা হয় যা শতবর্ষ উদযাপন করার মত এটি সত্যিই একটি অনবদ্য ঘটনা। স্কাউটিং জগতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন বৃটিশ কমান্ডার স্যার রবার্ট স্ক্যালন ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ সালে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল পরিদর্শন করেন। স্যার রবার্ট সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের ছাত্রদের স্কাউট দল গঠন করার পরামর্শ দেন। ঐ সময়ে ঢাকায় স্কাউটিং এর সূচনা হয়নি এবং কোলকাতায় মাত্র চারটি স্কাউট দল বিদ্যমান ছিল। ২ মার্চ ১৯১৪ সালে অত্র এলাকার স্কাউট মাস্টার জনাব ফ্রান্সিস ঐ স্কুলের ছয়জন ছাত্র নিয়ে স্কাউট দল গঠন করেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার জনাব এইচ বিরন এই দলের সর্বোচ্চ অনুমোদন দেন।

''দি ফার্স্ট ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী স্কুল" 'ট্রুপ নাম্বার ওয়ান' নামে স্কাউট দলটি আত্মপ্রকাশ করে। ৭ মে ১৯১৪ তারিখে দলটির অনুমোদন দেয়া হয়। জনাব হার্নেট স্কাউট মাস্টার হিসেবে এবং ব্রাদার ভিটাল সহকারি স্কাউট মাস্টার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ২৭ এপ্রিল ১৯১৪ পর্যন্ত দলটির স্কাউট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

ঢাকায় প্রথম এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে পঞ্চম স্কাউট দল হিসেবে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল তালিকাভুক্ত হয়। এই স্কুলের প্রথম ছয়জন স্কাউট হলেন ডেভিড পোগোজ, পিটার গোমেজ, আলফ্রেড ফার্গুসন, হ্যারল্ড আরমস্টেড, সাইরি ললুকাস এবং অসমান্ড ডি'সিলভা। এ স্কুলে পাঁচটি উপদল ছিল এবং জনাব ফ্রান্সিস ৪০ জন ছাত্রকে স্কাউট সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন।

স্কাউটিংয়ের এই ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ পালন করছে। বাংলাদেশে স্কাউটিং এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি স্মারক ডাক টিকিট ও উদ্বোধনী খাম উদ্বোধন করেন।

কাবিং এর শতবর্ষ

স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১৬ সালে ৭-১১ বছর বয়সী যুবদের জন্য উলফ কাব প্রোগ্রাম চালু করেন। প্রথম বছরেই ৩০,০০০ যুব এ প্রোগ্রামে যোগদান করেন। আজ এটি কাব স্কাউট প্রোগ্রাম নামে পরিচিত এবং বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ১৩ মিলিয়নের অধিক কাব স্কাউট সদস্য রয়েছে। এ বছর ২০১৬ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস কাব স্কাউটিং এর শতবর্ষ উদযাপন করছে। এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ যে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা স্কাউটিং ভিশন ২০২৩ সালের মধ্যে স্কাউট আন্দোলন হবে বিশ্বের প্রথমসারীর শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। ২০২৩ সালের মধ্যে স্কাউট সদস্য সংখ্যা ১০০ মিলিয়নে উন্নীত করা হবে যারা সু-নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে এবং সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। কাবদের ছোটকাল থেকেই চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব দেয়া ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করা হয়। ২০১৬ আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছে কারণ এ বছর বাংলাদেশ স্কাউটস কাবিং এর শতবর্ষ উদযাপন করছে।

এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক স্কাউট সদস্য দেশের (NSO) কাব স্কাউট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার NSO এর Growth স্ট্রাটেজিতে প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র বিশ্বে ১০০ মিলিয়ন স্কাউট সদস্য উন্নীত করতে হলে আমাদের ৩০ মিলিয়ন কাব স্কাউট প্রয়োজন। এটি সব স্তরেই সমভাবে প্রযোজ্য যেমন বিশ্ব, অঞ্চল, জাতীয় ও স্থানীয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থা স্কাউট দেশগুলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন অ্যাডভেঞ্চার, আন্তর্জাতিক সেবা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সহায়তা করবে। এটি সারা বছরব্যাপী চলবে।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা শ্রীঘ্রই কাব সেন্টেনারী লগোসহ প্রজেক্ট চালু করবে।

রোভার স্কাউটদের জন্য "সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা" বিষয়ক কোর্স

জড়তা কাটানো, প্রমিত বাংলা উচ্চারণে সুন্দর করে কথা বলা, যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে কিছু বলার ক্ষমতা অর্জন,সংবাদ ও উপস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ, অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় বৈচিত্রতা আনয়ন, বেতার উপস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে ধারণা এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহনে ১৭-১৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত "সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা" কোর্সের আয়োজন করা হয়। এই কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত ২৭ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সটি প্রতিদিন সকাল ৯ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলে। কোর্সে মোট ৯টি সেশন পরিচালনা করা হয়।

প্রথম সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব এম আলমগীর, নিউজ প্রেজেন্টার অ্যান্ড নিউজ রুম এডিটর, বাংলা ভিশন।

সেশনের বিষয়সমূহ ঃ সংবাদ উপস্থাপনা ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য , কোর্স সম্পর্কে সার্বিক ধারণা, জড়তা কাটানো, পাবলিক স্পিকিং, বাচনভঙ্গি, আবেগ,ভাব, রসবোধ, নিজে থেকে বলার ক্ষমতা অর্জন করা, শব্দ সম্ভার সমৃদ্ধকরণ, বৈচিত্রতা ।

দ্বিতীয় সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব শফিকুল ইসলাম বাহার, বাংলাদেশ বেতার।

সেশনের বিষয়সমূহ ঃ ভয়েজ ডেলিভারী, ভয়েজ স্কেল, ভয়েজ মডিউলেশন, পজ, সেমিপজ, স্ক্যানিং, মাইক্রোফোনের ব্যবহার, স্ট্যান্ডার্ড ভয়েজ ডেলিভারী, ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েজ, স্বর সাধন, দমের ব্যায়াম, স্বরযন্ত্রের ব্যায়াম, টেইল ড্রপ না করা, বোল্ড।

তৃতীয় সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব সুকান্ত গুপ্ত অলক, নিউজ এডিটর, দেশ টিভি।

সেশনের বিষয়সমূহ ঃ সংবাদ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল শব্দ,বিষয় ও প্রেক্ষাপট, সংবাদের ধরণ, সংবাদের গভীরতা, সংবাদ আত্মস্থকরণ, নিউজম্যান হয়ে ওঠা, সংবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, নিরপেক্ষতা, পরিমিতিবোধ, ব্যক্তিত্ব, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, স্টেশন স্ট্রাটেজি, চেইন অব কমান্ড মেনে চলা।

ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

চতুর্থ সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব শামীম আরা মুন্নী, নিউজ প্রেজেন্টর, এটিএন বাংলা।

সেশনের বিষয়সমূহ: উপস্থাপকের প্রস্তুতি, শারীরিক প্রস্তুতি, মানসিক প্রস্তুতি, ড্রেসআপ সেন্স, গেটআপ সেন্স, মেকআপ সেন্স, অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা , অনুষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী উপস্থাপনা, নিজেকে আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে আনার কৌশল।

পঞ্চম সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব সালাহুদ্দ দ্বীন, নিউজ প্রেজেন্টর, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

সেশনের বিষয়সমূহ: প্রমিত বাংলা উচ্চারণ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বণি, আবৃত্তি, স্পষ্টতা।

ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে এটিএন নিউজ এর মুন্নী সাহা

ষষ্ঠ সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব সালমা ফারুক, নিউজ প্রেজেন্টর, বাংলাদেশ বেতার।

সেশনের বিষয়সমূহ: শেখার আগ্রহ, নিয়মিত চর্চা, আপ টু ডেট থাকা, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পোষাক নির্ধারণ, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সাজ নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের নাম, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পদবী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস, চুক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা, পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা অর্জন, তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

সপ্তম সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব মুন্নী সাহা, নিউজ এডিটর, এটিএন নিউজ।

সেশনের বিষয়সমূহ: সাক্ষাতকার গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি, সঠিক সময়ে সঠিক প্রশ্ন করা, ফাইভ ডব্লিউ, স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে করণীয়, সাক্ষাতকার প্রদানকারী সম্পর্কে ধারণা, সাক্ষাতকারের বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তত্ত্ব বিশ্লেষণ, উপাত্ত সংগ্রহ, বাস্তবতা সমর্থিত উদাহরণ উপস্থাপন, পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রদ্রোহী বিষয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রেফারেন্স, বিষয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে ধারণা, সাক্ষাতকারের বিষয়ের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম সম্পর্কে ধারণা।

অষ্টম সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব এম আলমগীর, নিউজ প্রেজেন্টার অ্যান্ড নিউজ রুম এডিটর, বাংলা ভিশন।

সেশনের বিষয়সমূহ: বেতার উপস্থাপনার কৌশল, বেতার উপস্থাপনা কেন আলাদা?, বাণীবদ্ধ, বেতার সংবাদ পাঠ, অধিবেশন ঘোষণা, আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি, আরজে ,আরজে'র বিশেষ কৌশল, মিউজিক সেন্স, শ্রোতার সাইকোলজি, তাৎক্ষনিক উত্তর দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

নবম সেশন: পরিচালক ছিলেন জনাব সুকান্ত গুপ্ত অলক, নিউজ এডিটর, দেশ টিভি।

সেশনের বিষয়সমূহ: সংবাদ উপস্থাপনা এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্সের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিষয়সমূহের সমন্বয়, মিডিয়ায় কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা ,বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের অতীত ও বর্তমান, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া।

১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার(প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিযার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক(প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ, বিকেল ৪.৩০ মিনিটে কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেন ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিযার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন রোভার মাহেনুর জাহান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা এবং রোভার মোঃ স্বাধীন মিয়া, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন, 'উপস্থাপনা একটি শিল্পবোধ, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থাপনা কাজে লাগে, উচ্চারণ ও শব্দচায়ন দ্বারা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষকে আলাদা করা যায়। আজকে যেসকল রোভার স্কাউটেরা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করলে তারা অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে গেলে। তোমাদের কণ্ঠের ও শব্দ উচ্চারণের অনুশীলন করতে হবে। তোমরা ভাগ্যবান কেননা তোমরা অনেক গুনী মানুষের নিকট থেকে ভাল কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছো।' এই মহতী একটি বিষয় রোভার স্কাউটদের জন্য আয়োজন করায় জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো নতুন নতুন ধ্যান ধারনা দ্বারা রোভার স্কাউট ও স্কাউটদের সম্মৃদ্ধ করার জন্য জাতীয় কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ারের প্রতি আহবান জানান।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

কোর্সে অংশগ্রহণকারীর একাংশ

চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫

'**আলোর পথে আরো এগিয়ে**' এই থিমকে সামনে রেখে সফলভাবে বাস্তবায়িত হলো- চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫। স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ক্যাম্প বাস্তবায়ন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সহযোগিতা ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় বাস্তবায়িত এই ক্যাম্পটি রোভার স্কাউটদের জন্য সকল জেলা সদরে ০৯-১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ এবং স্কাউটদের জন্য সকল উপজেলা সদরে ২০-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যুৎ ক্যাম্পসমূহ 'পিএল কোর্স' আকারে এবং জেলা সদরের বিদ্যুৎ ক্যাম্পসমূহ 'রোভার মেট কোর্স' আকারে বাস্তবায়ন করা হয়।

টিওটি কোর্স:

বিদ্যুৎ ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে দুটি টিওটি কোর্স যথাক্রমে ২০ নভেম্বর, ২০১৫ শুক্রবার এবং ২১ নভেম্বর,২০১৫ শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, বিপিডিবি/ওজোপাডিকো, জিএম (পল্লী বিদ্যুৎ), বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার প্রোগ্রাম ও স্পেশাল ইভেন্টস তথা জেলা স্কাউট সম্পাদক, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা রোভার স্কাউট সম্পাদক, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মিলে প্রথম টিওটি কোর্সে ১৫৮ জন এবং ২য় টিওটি কোর্সে ১৩০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। টিওটি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকলে ক্যাম্প পরিচালনার দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

অঞ্চল পর্যায়ে টিওটি কোর্স :

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিদ্যুৎ ক্যাম্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে অঞ্চলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় সদর দফতরের পরিচালনায় ২৭ নভেম্বর, ২০১৫ থেকে ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা,ময়মনসিংহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী, পুলেরহাট, যশোর, লালমাই, কুমিল্লা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট, রূপাতলী, বরিশাল, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবন, ঢাকা, দিনাজপুর, ও বিদ্যুৎ ভবন চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক টিওটি কোর্সে জেলা সম্পাদক/জেলা রোভার/জেলা স্কাউট লিডার, উপজেলা সম্পাদক/উপজেলা স্কাউট লিডারসহ মোট ৯০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

রোভার স্কাউটদের ক্যাম্প:

দেশের ৬৪ টি জেলায় রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে গত ০৯-১২ ডিসেম্বর 'চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫'

বাস্তবায়ন করা হয়। জেলা পর্যায়ের এই ক্যাম্পে ৩৫০৫ জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্প সন্নিহিত এলাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে।

স্কাউটদের জন্য ক্যাম্প:

২০-২৩ ডিসেম্বর দেশের সকল উপজেলায়, নৌ স্কাউট অঞ্চল, এয়ার স্কাউট অঞ্চল ও রেলওয়ে স্কাউট অঞ্চলের মোট ৫৪০টি স্থানে একযোগে 'চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫' বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে ৪০ জন স্কাউট (ছেলে ও মেয়ে) এবং ১০ জন লিডারসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাশ্রয়ী হওয়ার উপায় এবং বিকল্প জ্বালানি পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং পরবর্তিতে এই সকল স্কাউটরা তাদের সহপাঠী বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান বিনিময় ও ক্যাম্প সন্নিহিত এলাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে।

টাস্কফোর্স গঠন:

সুষ্ঠু ও সফলভাবে বিদ্যুৎ ক্যাম্প আয়োজনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন কাজ করা হয়। টাস্কফোর্স সদস্য কাঠামো নিম্নরূপ:

ক) জেলা টাস্কফোর্স: আহবায়ক- জেলা প্রশাসক; সদস্য- পুলিশ সুপার, পৌরসভা মেয়র (জেলা সদর), নির্বাহি প্রকৌশলী, বিপিডিবি/ওজোপাডিকো এবং জিএম (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি), জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কমিশনার (জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার), সম্পাদক (জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার), জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্মকর্তা, জেলা স্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট লিডার।

স্কাউটরা জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করছে

খ) উপজেলা টাস্কফোর্স: আহবায়ক- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা; সদস্য- বিদ্যুৎ বিভাগের উপযুক্ত প্রতিনিধি, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সদরে অবস্থিত বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, উপজেলা সদরে অবস্থিত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার, সম্পাদক ও উপজেলা স্কাউট লিডার।

স্কাউট ও রোভার স্কাউট এই দুই পর্যায়ের ক্যাম্পে প্রায় ত্রিশ হাজার স্কাউট, রোভার স্কাউট ও লিডার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা নির্ধারিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সম্পৃক্ত হবে। ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় করা। বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করাসহ স্কাউটিংয়ে দক্ষতা অর্জন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নির্ধারিত বিষয়ে যেমন নিজে জ্ঞান অর্জন করবে তেমনি সচেতনতা সৃষ্টি করবে প্রশিক্ষণ এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী জনসাধারণের মননে। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে সচেতন করবে পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। আর এভাবেই বিদ্যুত বার্তা পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে।

বহিরাঙ্গণ কার্যক্রমে স্কাউটরা

প্রতিবেদক:
ফরহাদ হোসেন, *পিআরএস*
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

রঙ্গরসে মৈত্র দা

রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা অলক মৈত্র। তার নাম উচ্চারণে অনেকেই ভুল করেন। তাঁরা ডাকেন 'অলোক মৈত্র' বলে বা ক্ষেত্র বিশেষে শুধুই 'অলোক' কিংবা শুধুই 'মৈত্র' বলে। তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে স্মিত হাস্যবদনে তার উত্তর করেন। তাঁর পেশা শিক্ষকতা। পাঠদানকে সফল করার জন্য ক্লাসে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি গল্প উদাহরণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপহার দিয়ে থাকেন প্রায়ই। তাই তাঁর ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি থাকে অন্য স্যারদের তুলনায় একটু বেশি। স্মিতহাস্য ও চটুল স্বভাবের রসিক ব্যক্তি হিসেবে ইতোমধ্যেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে তাঁর আসন পাকা। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আন্দোলন কিংবা সামাজিক যেকোন আয়োজন আসুক না কেন তাঁকে সে অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানই তাঁকে সেখানে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর রসিকতার ধরণও অন্যান্যদের থেকে আলাদা। যাকে বলে হাল্কা (!) রসিকতা। তিনি এর মাধ্যমেই সকল কাজ সমাধা করেন। যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর রসিকতার ধরণ, মিষ্টি কথার মর্মার্থ, ইত্যকার বিষয়গুলো এবার খোলশা করা যাক।

বেশ আগের কথা। একাদশ শ্রেণির উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অধ্যক্ষ মহোদয় স্বাগত বক্তব্য দেবেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানাবেন। তাই ঐ ক্লাসে প্রথমেই মৈত্র দা'কে পাঠানো হলো। মৈত্র দা সেখানে গেলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সৃষ্ট হট্টগোল তখনও থামেনি। তিনি সেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালেন এবং শান্ত গলায় বললেন, 'আমি একজন 'অমায়িক' মানুষ আর তোমরা এখনও কথা বলে ক্লাসের পরিবেশ নষ্ট করছো, কেন? এভাবে গন্ডগোল করলে পেছন থেকে কেউ কোন কথা শুনতে পারবে নাতো!' উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কোন ভাবান্তর না ঘটায়। তিনি আবারও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুন:রায় বললেন 'আমি একজন অমায়িক মানুষ সুতরাং তোমরা চুপ কর।' তাঁর কথার রেশ ধরে প্রথম বেঞ্চ থেকে শ্যামলা বর্ণের এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো, 'জ্বি; স্যার। আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি বুঝতেই পারছি। কিন্তু, আপনাকে তো নিজ থেকে কেউ অমায়িক বলে দাবি করে না। আপনার এমন দাবির কারণ কী?' মৈত্র দা স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে হাসি দিয়ে বললেন, 'আমি অমাইক। অর্থাৎ 'মাইক বিহীন' মানুষ কথা বলছি। সুতরাং, কথা শুনার জন্য তোমরা একটু চুপ কর।' এবার উপস্থিত শিক্ষার্থী কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

তাঁর নামের বানান বিভ্রাট বিষয়ক একটি রসিকতাও রয়েছে। দেশে তখন সামরিক শাসন বর্তমান। সে সময়ে নাটোরের উত্তরা গণভবনে সামরিক বাহিনীর প্রধান আসবেন। সে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্ব আসলো এ মৈত্র বাবুর উপর।

তিনি নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘন্টা পূর্বে উত্তরা গণভবনে গিয়ে হাজির। গেটে দায়িত্বরত সেন্ট্রি তাঁকে ভিতরে ঢোঁকার পূর্বে গেটে রক্ষিত রেজিস্টারে নাম ঠিকানা লেখার জন্য নাম জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি জানালেন, 'আমার নাম লিখ, অলক মৈত্র'। এবার সেন্ট্রি ভুল করে 'মৈত্র'কে 'মিত্র' লিখলো। মৈত্র'দা সবিনয়ে বললেন, 'না দাদা। ওটা মিত্র হবে না, হবে মৈত্র।' সেন্ট্রি এবার সেটি কেটে লিখলো 'অলক মূত্র'(!)। এবার মৈত্র বাবু বেশ আপত্তির স্বরে বললেন, 'দাদা, আগেইতো ভাল ছিল। এবার আমায় নর্দমায় নামিয়ে দিলেন!' সেন্ট্রির জিজ্ঞাসা- কেন কী হয়েছে? মৈত্র দা একটু মন ভারি করে বললেন, 'না, তেমন কিছুই না। আপনি মৈত্র লিখতে 'মূত্র' লিখেছেন কিনা তাই বললাম।' 'অ! আচ্ছা।' এবার সেন্ট্রি আবারও একটানে কেটে পরের লাইনে লিখলেন 'অলক মৃত'(!)। এবার মৈত্র বাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাসবেন নাকি কাঁদবেন বুঝতে পারছিলেন না। আক্ষেপ নিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ তাও আমি জীবিত ছিলাম। এবার দাদা আমারে মেরে ফেললেন(!)?' সেন্ট্রি এবার রেগে গিয়ে রেজিস্টারটা মৈত্র দা'র দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন- নেন এবার আপনি নিজেই নিজের নাম লিখে সই করুন। মৈত্র বাবু ভাবলেন- তাই ভাল। তা না হলে আবারও যে কী বানান লিখবে যাতে তাঁর ভেতরে যাওয়ার চেষ্টাই ভেস্তে যায়। তাই সে নিজের নাম শুদ্ধ করে লিখে গণভবনের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব মৈত্র দা'র আরেকটি ভিন্নধর্মী রসিকতায়। সেই বাল্যকাল অর্থাৎ বিশেষ করে ছাত্রজীবন থেকেই মৈত্র দা'র ছিল দারুণ 'বাটা স্যু' প্রীতি। তাই তার নিজের বাচ্চাদের, বন্ধুদের সব জুতো বাটার দোকান থেকেই কেনেন। একথা সবাই জানেন। তাঁর ধারণা অন্য স্যু কোম্পানির জুতো তেমন আরামদায়ক নয়। কেউ তার সামনে অন্য কোন জুতোর প্রশংসা করলেই তাৎক্ষণাত তিনি বাটার গুনগান শুরু করবেনই। একবার তার বড় ছেলে অন্য কোম্পানীর স্যু কিনলে- ছেলের সাথে এ স্যু কেনা নিয়ে হুলস্থুল কান্ড বাঁধিয়ে ছাড়লেন। এ ঘটনাটি ছোট ছেলে প্রত্যক্ষ করে ছোট্ট করে মন্তব্য করলো, 'ভাগ্যিস! বাটার দোকানে জামা কাপড় পাওয়া যায় না, দাদা। তাহলে আমাদের যে কি দুর্দশাই না ঘটতো তা সৃষ্টিকতাই জানেন।' মন্তব্য শুনে এবার মৈত্র বাবুও মৃদু হেসে ফেললেন।

বেশ আগের কথা। তখন ছোট শহরগুলোতে কেবলমাত্র ফ্রিজ বিক্রয় শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের মাইনেও ছিল কম। ফলে ব্যাংক থেকে ঋণের মাধ্যমে মৈত্র বাবুর সহকর্মী বিশ্বনাথ ওরফে বিশুদা তখন একটা ফ্রিজ কিনলেন। বিশুদা'র বাসায় ফ্রিজ সেট করে রাত্রে মৈত্র দা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করলে- তাঁর স্ত্রী রেগে আগুন। বিশুদা ফ্রিজ কিনলো আর তুমি কী করলে? তোমারতো কেনার দরকার তাই না? মৈত্র দা'র যুক্তি- আমার ফ্রিজ এমনিই তো হবে, তাই কেনার দরকার মনে করলাম না। এ কথায় বৌদি রেগে আরও আগুন। শেষে মৈত্র দা এই বলে তাঁর স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন যে, 'দেখ বিশুদা'র তো একটা মেয়ে সে একটা ফ্রিজ কিনবেই। আর আমার দুইটা ছেলে এমনিতো দুটো ফ্রিজ আমার হয়ে যাবে (যদিও তিনি যৌতুক বিষয়ে কখনোই আগ্রহী নয়) তাই আর কেনার প্রয়োজন আপাতত দেখছি না।' এমন রসিকতায় উভয়েই হাসিতে ফেটে পড়লো।

সদা প্রণোচ্ছল ও দ্বিধাহীন কণ্ঠ সকলেরই প্রিয়। মৈত্র দা বেঁচে থাকুক অনন্তকাল। বেঁচে থাকুক সকলের অন্তরে।

লেখক: **মো. হামিদুল হক (এলটি)**
উপাধ্যক্ষ, সান্তাহার সরকারি কলেজ, বগুড়া

মাসিক "অগ্রদূত" পত্রিকার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লেখা আহবান

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র "অগ্রদূত" চলতি বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশনার ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আগামী মার্চ , ২০১৬ মাসে সম্পূর্ণ রঙ্গিন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। মাসিক "অগ্রদূত" এর এই বিশেষ সংখ্যায় আপনার কোন লেখা প্রকাশে আগ্রহী হলে তা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানাই অথবা (probangladeshscouts@gmail.com) ই-মেইলে প্রেরণ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র নির্বাচিত লেখাসমূহ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

–সম্পাদক

দেখে এলাম মেঘালয়া-শিলং এর স্কাউটিং

– কাজী ইসমাঈল হোসেন –

বাংলাদেশ স্কাউটস এর কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শিলং-এ স্কাউট কার্যক্রম পরিদর্শণের জন্য, কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের অর্থায়নে একজন টীম লিডার (কাজী ইসমাঈল হোসেন, স্কাউট লিডার, টিকেট টু লাইফ প্রজেক্ট) এবং ৫ জন রোভার (রোভার মোঃ আতিকুর রহমান, ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা। রোভার সবনম আক্তার জেবীন, কীর্তনখোলা ওপেন স্কাউট গ্রুপ, বরিশাল। রোভার সপ্না আক্তার, মৌচাক ওপেন স্কাউট গ্রুপ, মৌচাক, গাজীপুর। রোভার ফয়সাল হোসেন, ঢাকা জেলা নৌ রোভার। রোভার মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান, অগ্রপথিক ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, কক্সবাজার।) সহ মোট ৬ সদস্যের একটি দল নির্বাচন করা হয়। আমাদের ৯দিনব্যাপী ভ্রমণ কর্মসূচি ছিল।

মেঘালয়া ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর State MOP Coordinator & State Organising Commissioner Gary James আমাদের দলটিকে Meghalaya Bharat Scouts & Guides, State Secretary Amelia Swer এর মাধ্যমে মেঘালয়া ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা এবং আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার সম্মতি জানান।

১ম দিন: ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫, ট্রেন ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা সিলেটে পৌছে, সিলেট হতে তামাবিল এবং ডাওকি বর্ডার হয়ে শিলং মেঘালয়া ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এ বিকেল ৫টায় এসে পৌছাই। ভীষন ঠান্ডা আমাদের আমন্ত্রণ জানাল। যাত্রাপথে প্রাকৃতিক দৃশ্য, আমাদের হাত স্পর্শ করে ছুঁয়ে যাওয়া মেঘ, পাহাড়ের সাড়ি মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। নতুন জায়গা, ভিন্ন ভাষার মানুষ, ভিন্ন সংস্কৃতি, পরিচ্ছন্ন শহরটি আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

২য় দিন: ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫, স্থানীয় পুলিশ বাজারে সকালের নাস্তা সেরে মেঘালয়া স্কাউটস এর State Secretary Mrs. Amelia Swer, Office staff Mrs. Rosario Swer, IDOR এবং Mrs. Ben Myrthong এর সাথে স্বাক্ষাৎ করে তাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করে চেরাপুঞ্জীতে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে চাওয়ার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চেরাপুঞ্জীতে Duwan sing syiem view point Dympep Sohra (cherrapunjee), mawsmai cave , mawsmai eco park, mawlynnong etc দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য ট্যাক্রি ভাড়া করি। Duwan sing syiem view point Dympep Sohra তে যেয়ে এর পাশে একটি পাহাড়ের আড়ালে খাসিয়া গ্রাম দেখে আসি। mawsmai cave , mawsmai eco park টিও ছিল দর্শনীয়। সময় সংকুলান না হওয়া , কুয়াশা পড়ে যাওয়ায় mawlynnong গ্রামটির পাশ দিয়ে ঘুরে আসি।

৩য় দিন: ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫, সকালে মেঘালয়া স্কাউটস এর State Training Commissioner (Guite), WILESS TARIANG এবং Gary James, State MOP Coordinator & State Organizing Commissioner- Meghalay State এর সাথে সাক্ষাৎ করি আমরা। WILESS TARIANG আমাদেরকে পরদিন একটি স্কাউট দল এবং একটি জেলা ক্যাম্প পরিদর্শণের আমন্ত্রণ জানান। আমরা আনন্দচিত্তে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। পরবর্তী দিনের ক্যাম্পের কাজের জন্য বেশ কিছু স্থানীয় স্কাউট তখন অফিসে এসে পৌছায়। তাদের সাথে আমরা পরিচিত হই। পরবর্তী দিনে আমরা মেঘালয়া স্কাউটস ত্যাগ করব বিধায় আমরা তাদের অফিস স্টাফ এবং উপস্থিত স্কাউটদের জন্য

ছবিতে ভ্রমণকারী দলের সাথে মেঘালয়া স্কাউটার ও স্কাউটরা

কিছু উপহার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে একটি ধন্যবাদ স্মারক State Secretary Amelia Swer এর হাতে তুলে দেই। মেঘালয়া স্কাউটস এর State Secretary এবং State Organizing Commissioner আমার দলের সকল সদস্যকে তাদের স্কার্ফ এবং স্কাউটদের হাতে তৈরী কাপড়ের নীল ফুল পরিয়ে দেন। ঐ সময় স্থানীয় একজন স্থানীয় সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের কয়েকটি সংবাদপত্রে এবং স্থানীয় টেলিভিশনে আমদের খবর প্রকাশের জন্য সকলের একসাথে ছবি তুললেন এবং State Secretary সহ আমার দলের দুজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা শিলং সিটি সাইট ভিজিট এর উদ্দেশ্যে shillong peak & elephant falls এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। shillong peak হতে পুরো শিলং শহর দর্শণ এবং elephant falls সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করল। শিলং এ আমাদের শেষ দিন হওয়ায় আমরা বিকালে পুলিশ বাজার এ পৌছেই আমাদের পছন্দের জিনিসিগুলো কেনার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। কেনাকাটা এবং রাতের খাবার শেষে আনন্দ নিয়ে রুমে ফিরে আসলাম।

৪র্থ দিন: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ (বিজয় দিবস), ৪র্থ দিন সকালটা আমাদের জন্য ছিল বিশেষ দিন । ঐ দিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয় দিবস। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা শেরে চারপাশটা ঘুরে এসে সবাই স্কাউট পোশাক পরিধান করে মেঘালয়া স্কাউটস অফিসের নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানিয়ে এবং জাতীয় সংগীত গেয়ে আমাদের কার্যক্রম শুরু করলাম। মেঘালয়া স্কাউটস এর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে RI-VOI DISTRICT এ স্কাউট দল এবং ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য একজন স্কাউট লিডার, ৩ জন স্কাউট এবং State Training Commissioner(Guite), WILESS TARIANG কে সাথে নিয়ে খাসিয়া পাহাড় এবং Nongpoh Orchid Lake Resort এর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে সকাল ১১ টায় SOS Children's Village, Shillong এ প্রবেশ করি। সেখানকার কর্মকর্তাগণ, স্কাউট লিডার, সকল স্কাউটরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারা আমাদের দলের সবাইকে তাদের হাতে তৈরী ফুলের ব্যাজ পরিয়ে দেয়। একটি ছোট্ট মাঠে সবার বসার ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যে স্কাউটরা গান পরিবেশন করল এবং আমাদের আপ্যায়ন করল। এর পর আমরা সবাই আমাদের পরিচয় দিলাম এবং আমাদের মেঘালয়া স্কাউটস পরিদর্শণে আসার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে, বাংলাদেশে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের আতিথিয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে MR. ANOOL SINGH, VILLAGE DIRECTOR এর হাতে একটি ধন্যবাদ স্মারক তুলে দিলাম। সেখানকার স্কাউটরা তাদের বাসস্থানগুলো আমাদের ঘুরিয়ে দেখালো। আমরা এই স্কাউট দলটির কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এখানে থাকা ছেলেমেয়েরা সকলেই এতিম এটাই আমাদের মনে বেশী দাগ কেটেছিল। আমরা SOS Children's Village এর সবার থেকে বিদায় নিয়ে এক বাস ভর্তি SOS এর স্কাউট যারা ক্যাম্প এ অংশগ্রহণ করবে তাদের বাসটি পেছনে রেখে একসাথে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। দুপুর ২ টায় আমরা RI-BHOI PRESBYTERIAM HIGHER SECONDARY SCHOOL, NONGPOH এর ক্যাম্পে এসে পৌছালাম। সেখানে ক্যাম্প চীফ Camp Chief, LM Rani আমাদের অভ্যর্থনা জানান। ক্যাম্প উদ্বোধনের পূর্বে ক্যাম্পে আগত স্কাউটদেরকে আমাদের পরিচয় প্রদান করি। Camp Chief কে বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে একটি ধন্যবাদ স্মারক তুলে দিয়ে স্কাউটদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে গৌহাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রাতে গৌহাটী পল্টন বাজারে একটি হোটেলে অবস্থান করি।

৫ম দিন: ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫, সকালে গৌহাটী ঘুরে বিকেল ৪ টায় শিলিগুড়িতে যাবার উদ্দেশ্যে বাসে রওনা হলাম।

৬ষ্ঠ দিন: ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫, পরদিন সকাল ৭টায় শিলিগুড়ী পৌছে দার্জেলিং এর উদ্দেশ্যে সুমো জিপে করে দার্জেলিং এর সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে দার্জেলিং হিমালয়া রেলওয়ে , দার্জেলিং স্টেশন এর সামনে এসে নামলাম। স্টেশন এর সামনে একটি পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে বেশ অনেক উপরে ছিল আমাদের হোটেল। দার্জেলিং এ ঠান্ডা অনেক বেশী ছিল বলে আমাদের হোটেলের রাস্তা ধরে উপরে উঠতে বেগ পেতে হচ্ছিল। হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাবার শেষে ট্রেন স্টেশন থেকে shrubbery nightingale park এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পার্ক পরিদর্শন শেষে padmaja naidu himalayan zoological park & himalayan mountaineering institute এর উন্মুক্ত প্রাণী এবং পর্বতারোহীদের স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘরটি পরিদর্শণ করে Laden La Road এ রাতের খাবার গ্রহণ করে হোটেলে ফিরে আসলাম।

৭ম দিন: ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৫, এইদিন টাইগার হিল এ সূর্যোদয় দেখার জন্য ভোর ৩:৩০ এ সবাই ঘুম থেকে উঠে জিপ এ করে টাইগার হিল এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। টাইগার হিল এর রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা উপরে উঠে দেখলাম এখনো অনেক অন্ধকার মাঝে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সূর্যোদয় দেখবার জন্য। অনেক শীতের পোশাক গায়ে থাকা সত্বেও ভীষণ ঠান্ডায় আমাদের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সবাই এক সাথে গোল বৃত্ত করে জুলু নৃত্যের মত হাত পা ছুড়ে ঠান্ডা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে সূর্যের আভা যখন ফুটে উঠতে শুরু করল আমাদের বামে কাঞ্চনজঙ্গার বরফের পাহাড়ের উপর সূর্যের আলো জ্বলে উঠল আর ডানে টাইগার হিল এর বন পেরিয়ে পাহাড়ের উপর সূর্য তার লাল আভা ছড়িয়ে দিল। সবাই সূর্যের আলোর আগমনে চিৎকার করে উঠল।

অবশেষে সূর্যের আলোর মায়াময়তা দেখা শেষে rock garden এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পাহাড় থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার নিচের পথ পাড়ী দিয়ে যেন পাতালের কোন রাজ্যে এসে পড়লাম। এখানকার ঝরনা, নাগ মন্দির আর প্রাকৃতিক দৃশ্য বিস্মিত করল।

rock garden ভ্রমণ শেষে war memorial : batasia loop এ এসে পৌছালাম। যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি অনেক ভাল লাগল। নেপালী পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে ছবি তোলার সুযোগ গ্রহণ করলাম কয়েকজন সদস্য। এরপর হোটেলে ফিরে যেয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে rope way এবং Tea garden এ ভ্রমন শেষে Laden La Road এ অবস্থিত শপিং শেষে হোটেলে ফিরে আসলাম।

৮ম দিন: ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫, দার্জেলিং কে বিদায় জানিয়ে সকাল ৭টায় শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। শিলিগুড়ি এসে বিধান এবং সেখানকার হংকং মার্কেট ঘুরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে ৩:৩০ এ বাসে চড়ে দার্জেলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

৯ম দিন: ২১ ডিসেম্বর, ২০১৫, ৮ম দিন সকাল ৭ টায় শিলং বাসস্ট্যান্ডে পৌছালাম । সেখান থেকে একটি সুমো ভাড়া করে ডাউকি বন্দরে পৌছালাম। ডাউকি বন্দরের কাজ শেষে বাংলাদেশের তামাবিল বর্ডারে প্রবেশ করলাম। তামাবিল হতে সিলেট হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

নতুন আনন্দময় স্মৃতি এবং টীমের সকলের সহযোগিতায় সফলভাবে আমাদের প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমাদের টীমের এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের রোভার দল যারা এই পথে শিলংয়ে আসতে চায় তাদের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে। এই ভ্রমণের আনন্দময় ও সৌভাগ্যের স্মৃতিগুলোর অংশীদার করে রাখার জন্য এই ট্যুরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, সকল সহযোগিতাকারীদের এবং টীমের সকল সদস্যকে আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

লেখক: স্কাউট লিডার
টিকেট টু লাইফ প্রজেক্ট

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ান সহজ ৭টি উপায়ে!

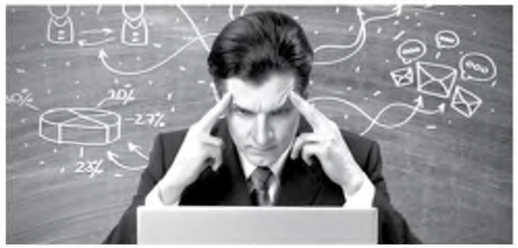

একবার ভাবুন তো আপনি কোন কিছু মনে রাখতে পারছেন না! আপনার ফোন নাম্বার, কলিগের নাম এমনকি বন্ধুর নাম! এমনটি হবার কথা ভাবতেই ভয় লাগে, তাই না? কিন্তু সত্য হল, জীবনের এক সময়ে এইরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে পড়তে হবে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে আসে। কিন্তু যদি এই পরিবর্তন বয়স হওয়ার আগে ঘটে, তবে তা কারোর কাম্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু অভ্যাস মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

নিয়মিত এই কাজগুলো করার ফলে মস্তিষ্ক আরও সচল রাখা সম্ভব।

১। নতুন কিছু করুন

আপনার প্রতিদিনকার কাজের পরিধি থেকে বের হয়ে নতুন কিছু করুন। নতুন কাজ আপনার মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে তুলবে। একটি কাজের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলবেন না। নতুন কাজ আপনার বুদ্ধিমত্তাকে বৃদ্ধি করার সাথে সাথে মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে। নতুন কোন রান্না করুন, নতুন কোন কাজ করুন অথবা নতুন কোন ব্যায়াম করুন।

২। নিয়মিত ব্যায়াম করুন

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে ব্যায়াম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। আপনি যতবার ব্যায়াম করবেন, ততবার আপনার মস্তিষ্কে একটি করে নতুন কোষ তৈরি হয়ে থাকে। ব্যায়াম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সবচেয়ে সহজ এবং ভাল উপায়।

৩। স্বাস্থ্যকর খাবার

আমাদের শরীরের যেমন জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে,তেমনি ব্রেনেরও জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে। আমরা সবাই জানি ফল, শাকসবজি, মাছ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ফল, শাকসবজির সাথে ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ খাবার, বাদাম, বিনস, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়োর বীচি, সামুদ্রিক মাছ, রঙিন ফল, গ্রীণ টি ইত্যাদি খাবার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৪। মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দিন

অনেককেই আপেক্ষ করে বলতে শোনা যায়, ইশ্ আমার যদি আরও ভাল স্মৃতিশক্তি থাকত! আপনি কি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছু করছেন? আপনার প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বারগুলো মুখস্ত রাখুন, কিংবা পাসপোর্ট অথবা ভোটার আইডি কার্ডের নাম্বারটি মনে রাখুন। ছোট এই একটি কাজ আপনার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

৫। স্ট্রেস কমান

স্ট্রেস আপনার স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দেওয়ার জন্য অনেকখানি দায়ী। স্ট্রেস আপনার সাময়িক স্মৃতিশক্তি নষ্ট করার সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিশক্তিও নষ্ট করে থাকে। স্ট্রেস কমানোর সহজ এবং কার্যকরী উপায় হল লম্বা শ্বাস গ্রহণ করা। এটি মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রেখে মস্তিষ্ককে সচল রাখে।

৬। ক্যালকুলেটর ব্যবহার বন্ধ করুন

ছোটখাটো হিসাব করার জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা বন্ধ করুন। ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বা ক্যালকুলেটরের উপর নির্ভরতা আমাদের মস্তিষ্ককে অলস করে দিচ্ছে। এটা আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নষ্ট করার জন্য দায়ী।

৭। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম

"ঘুম" মস্তিষ্কের অন্যতম ডিটক্স। ঘুমের সময় আমাদের শরীরে কোষের পূর্ণবিন্যাস করে এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর করে থাকে। চেষ্টা করুন রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ঘুমাতে যাবার। মধ্যরাত ঘুমের জন্য সবচেয়ে ভাল সময়।

এই অভ্যাসগুলোর পাশাপাশি ধূমপান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন। এই বদভ্যাস আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস করুন, এটি আপনাকে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে রাখবে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে দিল্লীতে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

কাব স্কাউটিং বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

ম্যাসেঞ্জার অব পিস কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্কাউটরা

সিজেকে-বি এর ২য় ওয়ার্কক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগন

প্রথম কমিউনিটি বেইজড্ এর অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের একাংশ

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্ধারকারী দল

ত্রয়োদশ প্রফেশনাল স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিগণ

১০ম কোর্স ফর লিডার ট্রেনার এর অংশগ্রহনকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

প্রয়াত স্কাউটারগন স্মরণসভায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৫ এর অংশগ্রহণকারী

প্রথম কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিগন

বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্স এর অংশগ্রহনকারী কাব স্কাউটরা

সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্সে সনদ বিতরণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ সালের রৌপ্য ব্যাঘ্র প্রাপ্ত স্কাউটারগণ

৩২তম এপিআর স্কাউট জাম্বুরীর আয়োজক দেশ নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনারকে কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম এপিআরএস কনফারেন্সে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, মৌচাক পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম মহড়া পর্যবেক্ষন করছেন মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সহ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেত্রীবৃন্দ

গার্ল ইন স্কাউটিং ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং)

ছবি আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ সালের রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত স্কাউটারগণ

কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি দলের একাংশ

আর্থ আওয়ার-২০১৫ এর অংশগ্রহণকারী স্কাউটগন

প্রথম কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের সিএনসি'স ডিনারে অতিথিগন

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীগন

সিজেকে-বি এর ২য় ওয়ার্ক ক্যাম্পের কার্যক্রম

চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প-২০১৫ এর টিওটি কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্সে চীফ স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক

১৮তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ-এ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও অন্যান্য স্কাউটারবৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জাতীয় নের্তৃবৃন্দ

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস

রোল অফ অ্যাডাল্ট লিডার্স ইন স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও অন্যান্য বিদেশী স্কাউটারবৃন্দ

৫৮তম জোটা/জুটিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ

অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটরা

জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের একাংশ

কাব স্কাউটদের ভারত ভ্রমণ

ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের সদস্যদের মাঝে উদ্ধারকারী সরঞ্জাম বিতরণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ফাউন্ডেশন বিষয়ক জাতীয় কনভেনশনে অতিথিগণ

প্রথম কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের মহাতাঁবু জলসায় ভারত কন্টিনজেন্টের পরিবেশনা

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত স্কাউটরা

আইসিটি কার্যক্রমে স্কাউটরা

জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ, ২০১৫ এর উদ্বোধন

জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০১৫ তে যাঁদের আমরা হারিয়েছি

মরহুম ফায়জুর রাজ্জাক
মৃত্যু তারিখ: ০৮ জানুয়ারি ২০১৫

মরহুম আমিনুর রহমান খান
মৃত্যু তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

মরহুম আবুবকর সিদ্দিক
মৃত্যু তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

মরহুম এটিএম শামসুর রহমান
মৃত্যু তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫

খেলাধুলা

BSPA বর্ষসেরা

১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ক্রীড়ালোক সমিতি (BSPA) ২০১৩-১৪ সালের দেশসেরা ক্রীড়াবিদদের পুরস্কৃত করে। BSPA এবার চালু করে নতুন পুরস্কার 'রিয়াল স্পোর্টসম্যান অ্যাওয়ার্ড'। প্রথমবারের মতো চালু হওয়া এ পুরস্কার লাভ করেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। ২০১৩ ও ২০১৪ সালের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ (এসএ মহসিন ট্রফি) হিসেবে নির্বাচিত হন– ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম ও শ্যুটার আবদুল্লাহ হেল বাকি।

নারী টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ নারী দল। ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের সেমিফাইনালে জিম্বাবুয়ে নারী দলকে ৩১ রানে হারিয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে এ যোগ্যতা অর্জন করে তারা। অবশ্য ফাইনালে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মাত্র ২ উইকেটে আয়ারল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের কাছে হেরে যায় বাংলাদেশ। অর্থাৎ বাছাইপর্বে রানার্স আপ হয়ে নারী বিশ্বকাপের পঞ্চম আসরে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সিরিজ-সেরা হন বাংলাদেশের রুমানা আহমেদ।

প্রথম বাংলাদেশি

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি'র বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে জায়গা করে নেন মুস্তাফিজুর রহমান।

ম্যাচ	ওভার	রান	উইকেট	গড়
৯	৭৫.২	৩২১	২৬	১২.৩৪

তার আগে ২০০৯ সালে আইসিসি বর্ষসেরা টেস্ট দলে স্থান পেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান।

গুগল সেরা মুস্তাফিজ

গুগল বাংলাদেশে ২০১৫ সালে সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে এমন ব্যাক্তিদের তালিকায় সবার উপরে ছিল ক্রিকেটার মুস্তাফিজের নাম। গুগলে খোঁজার তালিকায় সেরা দলের তালিকায় মুস্তাফিজ ছাড়াও আরো দু'জন ক্রিকেটার ছিলেন। তারা হলেন– চার নম্বরে তাসকিন আহমদ এবং ৯ নম্বরে 'ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাসি' মাশরাফি বিন মুর্তজা।

AFC অ্যাওয়ার্ড

২৯ নভেম্বর ২০১৫ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ফুটবলে এশিয়ার সেরাদের পুরস্কৃত করার আসর। AFC অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা– সেরা খেলোয়ার ● পুরুষ: আহমেদ খলিলী (সংযুক্ত আরব আমিরাত) ● নারী: আয়া মিয়ামি (জাপান) ॥ বর্ষসেরা ক্লাব/দল: গুয়াংজু এভারগ্রান্দে (চীন) ॥ বর্ষসেরা বিদেশি খেলোয়াড় রিকার্তো গউলার্ত (ব্রাজিল) ॥ বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড় ● পুরুষ: দোস্তনবেক খামদামভ (উজবেকিস্তান) ● নারী: রিকাকো কোরাইশি (জাপান) ॥ বর্ষসেরা কোচ ● পুরুষ: আঙ্গে গোস্তেকোগলু (অস্ট্রেলিয়া) ● নারী: আসাকো তাকেমোতো (জাপান)।

বাংলাদেশের পুরস্কার লাভ

২০১৫ সালে AFC অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়। মূলত ফুটবলের উন্নয়নে বিভিন্নমূখী প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ভুটান ও ব্রুনেই- এর সাথে যৌথ ভাবে এ পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।

প্রথম দিবারাত্রী টেস্ট

- বেশি করে দর্শক টানতে ও প্রাইম টাইমে টেলিভিশন সম্প্রচারের সুবিধা নিতে ২৭-২৯ নভেম্বর ২০১৫ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ওভালে অনুষ্ঠিত হয় ইতিহাসের প্রথম দিবা-রাত্রির টেস্ট। ১৩৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ২,১৯০তম এ টেস্টে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয় গোলাপি বল। ৩০ অক্টোবর ২০১২ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) ফ্লাড লাইটের আলোয় প্রথম টেস্ট খেলার অনুমতি দেয়।
- গোলাপি বলের আবিস্কারক এমসিসি'র প্রধান জন স্টেফেনসন; নির্মাতা কোম্পানি 'কোকাবুরা'।
- ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্ট, প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, প্রথম দিবা-রাত্রির ওয়ানডে, প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ের পর প্রথম দিবারাত্রির টেস্ট ম্যাচও জয় করে অস্ট্রেলিয়া।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিমকার্ড নিবন্ধন শুরু

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ আঙ্গুলের ছাপ (বায়োমেট্রিক) পদ্ধতিতে সিমকার্ড নিবন্ধনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ থেকে কেউ এসব অপারেটরের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে আঙ্গুলের চাপ না দিয়ে নতুন সেলুলার ফোন সংযোগ কিনতে পারবেন না। ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বাংলাদেশ টেলিকম্যুনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনে (বিটিআরসি) আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন।

মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে করা অপরাধ দমনের লক্ষ্যে মোবাইল নাম্বারের মালিকানা নিশ্চিত করতে যে সব দেশ মানব দেহ ভিত্তিক পরিচয় পদ্ধতি চালু করেছে- বাংলাদেশ তার মধ্যে দ্বিতীয়। সরকার একজন ব্যক্তিকে তার (নারী/পুরুষ) জাতীয় পরিচয় পত্রের বিপরীতে ২০টি সিম কার্ড নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিটকসহ ছয়টি মোবাইল অপারেটর রয়েছে। অন্য ৫টি অপারেটর হলো- গ্রামীণ, রবি, এয়ারটেল, বাংলা লিংক ও সিটিসেল।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, আমরা আজ যে নতুন যাত্রা শুরু করলাম তা আমাদের ডিজিটাল পরিচয় বহন করবে। এখন থেকে সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, ডিজিটাল পরিচয় নিশ্চিত করতে আগামী চার মাসের (এপ্রিল) মধ্যে বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তিনি জনসাধারণ, সেলুলার ফোন অপারেটর ও বিটিআরসি'র সহযোগিতা কামনা করেন।

বিটিআরসি'র পরিচালক ব্রি. জেনারেল এমদাদুল বারী বলেন, এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অপারেটরগুলো তাদের কেয়ার সেন্টারসমূহে ৮১ হাজার ৫০০ ডিভাইস স্থাপন করেছে এবং যা এক লাখেরও বেশিতে উন্নীত করা হবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় গত ২২ অক্টোবর তার নিজের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটকের একটি সিম আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করে এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষামূলক উদ্বোধন করেন। বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ বলেন, এই যাত্রা শুরুর মাধ্যমে আমরা কেবল উন্নত দেশগুলোর সারিতে প্রবেশ করেছি।

OPCW'র নির্বাহী পরিষদের সদস্য

৩০ নভেম্বর ২০১৫ নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হয় রাসায়নিক অস্ত্রবিষয়ক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর ২০তম Conference of the State Parties (CSP20)। অধিবেশনে ২ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশকে সর্বসম্মতভাবে ২০১৬-১৮ মেয়াদের জন্য হেগভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Orgaization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) -এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

IMO'র সদস্য নির্বাচিত

২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO) -এর 'বি' ক্যাটাগরির কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ ২০১৫ সালে IMO'র ২৮তম এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাউন্সিল সেশন এবং ২৯তম অ্যাসেম্বলি সেশনে বাংলাদেশ পুনরায় এ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশ ২৭ মে ১৯৭৬ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা IMO'র সদস্যপদ লাভ করে।

ICIMOD'র চেয়ারপারসন

নেপালভিত্তিক সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা ICIMOD -এর ২০১৬ সালের জন্য বোর্ড অব গভর্নরস -এর চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন বাংলাদেশের নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। ৩০ নভেম্বর ২০১৫ চীনের কুনমিং শহরে অনুষ্ঠিত ICIMOD -এর ৪৬তম সভায় সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয় হয়।

-ICIMOD: International Centre for Integrated Mountain Development.

সুইস পার্লামেন্টে প্রথম বাংলাদেশি

১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ইফতিখার আহমেদ নামের একজন বাংলাদেশি। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. মমতাজউদ্দীন আহমেদের ছেলে। ইফতিখার আহমেদ ৪০ বছর ধরে সুইজারল্যান্ডে বাস করছেন।

ভাসমান চাষ পদ্ধতির বৈশ্বিক আকৃতি

১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশের ভাসমান চাষ পদ্ধতিকে Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। FAO -এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ভাসমান এ চাষ পদ্ধতিকে প্রকৃতিক গ্যাস ও গাছের সমন্বয় গঠিত হাউডোপনিক্স উৎপাদন পদ্ধতির একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ভাসমান চাষ পদ্ধতি: বাংলাদেশের কিছু এলাকায় বন্যার পানি বছরের দীর্ঘ সময় অবস্থান করে। ফলে কৃষকদের পক্ষে সাধারণ চাষ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। এসব অঞ্চলে হাইড্রোপনিক্স চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির ওপর ভাসমান জৈবতলে গাছ জন্মানো হয়। এ জৈবতল পানির উপরিতলে ভাসমান বিভিন্ন গাছ, শৈবাল ও কচুরিপানার অবশেষ থেকে তৈরি। এ পরিবেশবান্ধব চাষ কৌশলটি হলো জলাভূমির প্রাকৃতিক অবশেষকে কাজে লাগিয়ে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন। ফলে সারা বছর ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়। এ পদ্ধতি বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি কৃষি ও বাস্তুসংস্থানও দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ভাসমান চাষ পদ্ধতির ধরন

মহাস্থানগড়ে গুপ্ত আমলের নিদর্শন

২৪ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর ২০১৫ বগুড়ার মহাস্থানগড়ে জাদুঘরের দক্ষিণাংশে বৈরাগীর ভিটায় বাংলাদেশ-ফ্রান্সের ১৯তম যৌথ খনন কাজ অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গনগরী ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এবারের খননকালে বেরিয়ে এসেছে গুপ্ত আমলের নানা প্রত্ন নিদর্শন। উদ্ধার করা গেছে ইটের তৈরি অবকাঠামো, নর্দান ব্যাক পলিশড ওয়েব (NBPW) বা উত্তরাঞ্চলীয় চককে কালো মৃৎ পাত্রের টুকরা, গুপ্ত আমলের ইটের দেয়াল, নকশা কারা ইট, টালি, কাচের গুটিকা, মাছ ধরার জালে ব্যবহারে জন্য তৈরি পোড়া মাটির বল, ফুলাংকিত ও পিরামিড আকারের নকশা করা ইটসহ নানা ধরনের নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণামতে, এ নিদর্শনগুলো যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগের। সে সময় মৌর্য, সুঙ্গ এবং গুপ্ত আমল ছিল। আর বগুড়ার মহাস্থানগড়ে পাওয়া নিদর্শনগুলো গুপ্ত আমলের শেষদিকে তৈরি করা।

প্রাচীন বিক্রমপুরের নতুন ইতিহাস

চীনের হুয়াল প্রদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউট ও মুন্সিগঞ্জের অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৫ সালে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও খনন কাজের মাধ্যমে উন্মোচিত হচ্ছে প্রাচীন বিক্রমপুরের নতুন ইতিহাস। তাদের ঐতিহ্য অন্বেষণ কাজে মুন্সিগঞ্জের চঙ্গীবাড়ী উপজেলার নাটেশ্বর ও সদরের রঘুরামপুরে চলমান খননে বৌদ্ধবিহার, মন্দির, স্তূপ, বিশেষ ধরনের সড়কসহ অসাধারণ নানা প্রত্যনিদর্শন মিলছে। এবস নিদর্শন প্রায় ১৩০০ বছরের পুরোনো বলে খননসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন।

যকৃতের চিকিৎসায় নুতন যুগে বাংলাদেশ

যকৃতের টিউমার ও ক্যান্সার নিরাময়ে ট্রান্স-আরটারিয়াল কেমো-এম্বোলাইজেশন টেইস) পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। নতুন এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজির আঙিনায় প্রবেশ করল।

আকৃতি ও অবস্থানের কারণে যাদের যকৃতের টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সরানো সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই বিশ্বে সবচেয়ে কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে এখন। এ পদ্ধতিতে রক্তনালির মাধ্যমে সরাসরি টিউমারে কেমোথেরাপি দেয়া যাবে। ২৭ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রথমবারের মতো এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সফল হন বাংলাদেশের একদল চিকিৎসক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মামুন আল-মাহতাব স্বপ্নিল এ দলের নেতৃত্ব দেন।

ভূমি সেবা বিষয়ক দেশের প্রথম মোবাইল অ্যাপস

'ভূমি সেবা' নিয়ে দেশের প্রথম সমৃদ্ধশালী ও তথ্যবহুল মোবাইল অ্যাপস উদ্ভাবন করে জয়পুরহাট সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদেকুর রহমান। এ অ্যাপসিটর মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দেশে বা বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে জানা যাবে।

অ্যাপসটিতে রয়েছে– ভূমি অফিসের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, নামজারি, অর্পিত সম্পত্তি মিসকেইস, ভূমি উন্নয়ন কর, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, রেজিস্ট্রেশন আইন রেজিষ্ট্রেশন খরচ, মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, জলমহাল, হাট-বাজার, কৃষি-অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি পরিমাণ, খতিয়ান-দলিল জালিয়াতিতে করণীয়, জমি ক্রয়-পূর্ব ও ক্রয় পরবর্তী করণীয়, জমির মালিকানা সংরক্ষণার্থে করণীয়, শব্দপুঞ্জের ব্যাখ্যাসহ অর্থ, বিবিধ অ্যাপসটিতে ভূমি বিষয়ক এসব ধারণার পাশাপাশি প্রতি ছয় মাস পর এটির বিস্তারিত এবং ভূমি বিষয়ে সরকারি সর্বোচ্চ পরিপত্রও সংযুক্ত রয়েছে।

অ্যাপসটি পেতে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে 'ভূমি সেবা' (vumi seba) লিখে সার্চ দিতে হবে বা সরাসরি https://goo.gl/ahdqEk লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে।

বাংলাদেশে প্রথম ভূমি সেবা বিষয়ক অ্যাপস্

সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষ পরীক্ষাগার

১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের তৃতীয় তলায় উদ্বোধন করা হয় 'সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড অ্যানালাইটিক ক্লাউড' (SMAC) নামের বিশেষ এক পরীক্ষাগার। সাইবার নিরাপত্তা, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস, বিভিন্ন ধরনের আইএসও অ্যাপ্লিকেশনসহ তথ্য যুক্তিনির্ভর সমসাময়িক নানা বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ ল্যাব করা হচ্ছে।

'ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান লাভ

সিলেট ও মৌলভীবাজারে ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ 'বাংলাদেশ প্রাথমিক জ্বালানি' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ দাবি জানান। তার দাবি অনুযায়ী বিশ্বের যেসব খনি থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করা হয়, সেগুলোতে ৩০০ থেকে ১,০০০ পিপিএম মাত্রায় ইউরেনিয়াম রয়েছে। আর সিলেট ও মৌলভীবাজারে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামে রয়েছে ৫০০ পিপিএম ইউরেনিয়াম। সে হিসেবে বাংলাদেশের ইউরেনিয়াম অনেক সম্ভাবনাময়।

■ সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

দেশ

০২.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
– পার্বত্য শান্তিচুক্তির বছর পূর্তি।

০৩.১২.২০১৫ ॥ বৃহস্পতিবার
– জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমির হীরক জয়ন্তী পালিত। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত 'শান্তি সংস্কৃতি' প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

০৭.১২.২০১ ॥ সোমবার
– ভারতে পরীক্ষামূলক ব্যান্ডউইথ রপ্তানি শুরু করে বাংলাদেশ।

১০.১২.২০১৫ ॥ বৃহস্পতিবার
– ২২ দিন বন্ধ থাকার পর খুলে দেয়া হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক।

১১.১২.২০১৫ ॥ শুক্রবার
– চীনে নির্মিত দুই যুদ্ধজাহাজ 'স্বাধীনতা' ও 'প্রত্যয়' বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে।
– বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) -এর 'সীমান্ত ব্যাংক' -এর প্রাথমিক অনুমোদন লাভ।

১২.১২.২০১৫ ॥ শনিবার
– পদ্মাসেতু প্রকল্পের নদীশাসন ও মূল সেতুর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৪.১২.২০১৫ ॥ সোমবার
– পাকিস্তানের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫.১২.২০১৫ ॥ মঙ্গলবার
–সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর প্রজ্ঞাপন জারি করে।
–রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি অনুস্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ও রাশিয়া।

১৬.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
– পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ লাইন চালু হয়।
– আঙুলের ছাপ বা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মোবাইল সিমকার্ড নিবন্ধনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

১৭.১২.২০১৫ ॥ বৃহস্পতিবার
– ছয়টি পণ্যে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২০.১২.২০১৫ ॥ রবিবার
– 'সীমান্ত ব্যাংক' এর লোগো উদ্বোধন হলো।
– ঢাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) -এর কনস্যুলার বিভাগের কার্যালয় বা ভিসা কার্যালয় উদ্বোধন করে।

২২.১২.২০১৫ ॥ মঙ্গলবার
– অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন সেবা চালু করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।

৩০.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
– প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে দেশের অধিকাংশ পৌরসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

৩১.১২.২০১৫ ॥ বৃহস্পতিবার
– প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

বিদেশ

০৭.১২.২০১৫ ॥ সোমবার
– মিয়ানমারের ওপর থেকে সাময়িকভাবে বাণিজ্যিক অবরোধ প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

০৮.১২.২০১৫ ॥ মঙ্গলবার
– পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দু'দিনব্যাপী পঞ্চম 'Heart of Asia' সম্মেলন শুরু হয়।

০৯.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
– বিশ্বের প্রথম ডেঙ্গু প্রতিরোধী টিকা অনুমোদন করে মেক্সিকো।

১১.১২.২০১৫ ॥ শুক্রবার
– গাম্বিয়াকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জামেহ।
– তিনদিনের সফরে ভারত আসেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে।

১৩.১২.২০১৫ ॥ রবিবার
– তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত– এ চার দেশের নেতারা ১০০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

১৬.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
–দীর্ঘ ২৫ বছর পর সৌদি আরব পুনরায় ইরাকে দূতাবাস চালু করে।

১৭.১২.২০১৫ ॥ বৃহস্পতিবার
– কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) -এর দশম মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে এ সংস্থায় আফগানিস্তানের সদস্যপদ অনুমোদন করা হয়।

১৮.১২.২০১৫ ॥ শুক্রবার
– প্রায় চার দশক পর জ্বালানি তেল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

২০.১২.২০১৫ ॥ রবিবার
– স্পেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২২.১২.২০১৫ ॥ মঙ্গলবার
– ফ্রান্সের পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২৩.১২.২০১৫ ॥ বুধবার
– ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালায় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৫ শুরু হয়।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ছড়া-কবিতা

সৎ মানুষের কথা

র ই খান

জগৎ জুড়ে এতো মানুষ
আসল মানুষ কোথায় পাই,
শান্তি আর সুখের তরে
ভাল মানুষের অভাব নাই।

চোখ মেলে, যেদিক তাকাই
শুধু দুঃখ, কষ্ট আর অশান্তি,
তবে যদি প্রাণের সঞ্চারনে
মন ভরে যায় প্রশান্তি।

জাগরণের জোয়ার জেগেছে
লক্ষ প্রাণে হিন্দোলে
গড়বো মোরা জগতটাকে
জ্ঞান, গরিমা আর শান্তিতে।

জীবন টাকে চলতে হলে,
জ্ঞানের আলো কুড়িয়ে নাও
ভালো মানুষ হবে বলে
কাব মন্ত্রে শপথ নাও।

কাব-স্কাউট আন্দোলন

আবুল হাশেম

কাব-স্কাউট আন্দোলন অতি প্রয়োজন
জাতীয় কাব ক্যাম্পুরি
তাইতো আয়োজন,
দেশে কাব-স্কাউট আন্দোলন খুবই প্রয়োজন ॥
কাবেরা নিজে নিজে করবে নাকো কিছু
বড়দের কথা মেনে চলবে পিছু পিছু
কাবের আইন বি,পি, করেন প্রনয়ন
দেশে কাব-স্কাউট আন্দোলন অতি প্রয়োজন ॥
শান্তি, শৃংখলা আর চরিত্রবান
হতে পারে শিশু অতি মহান
অরাজনৈতিক,নিরপেক্ষ কাব সংগঠন
দেশে কাব-স্কাউট আন্দোলন খুবই প্রয়োজন ॥
সবচেয়ে সুশৃংখল আর্মি প্রশিক্ষণ
কাবের মধ্যে আছে কিছু
তাদেরই শিখন।
দেশের প্রতি আনুগত্য-
আর মানিবে নেতা
একা পায়ে চলে কাব
যখন যাবে যেথা,
দক্ষতা ব্যাজ করে অর্জন
করে দীক্ষা গ্রহণ
কাব-স্কাউট আন্দোলন অতি প্রয়োজন
দেশে কাব-স্কাউট আন্দোলন খুবই প্রয়োজন ॥

স্কাউটার সহকারি শিক্ষক
কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মেহেরপুর সদর।

স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক জাজিরায় শীতবস্ত্র বিতরণ

শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পৈলান মোল-ারকান্দি, আলমখারকান্দি, ওকুল উদ্দিন মুন্সিরকান্দি গ্রাম তিনটির জনসাধারণের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের অতিথিদের দুই সারিতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় পূর্ব নাওডোবা পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কাউট দল ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব আবদুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহমেদ, ৩য় সিজেকে-বি ওয়ার্ক ক্যাম্প-২০১৬ এর আহবায়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোহসীন, জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা জনাব রাম চন্দ্র দাস, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব জামাল উদ্দিন শিকদার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জাজিরা ও পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলা জনাব মোবারক আলী শিকদার, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম ও আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জাজিরা জনাব আবদুল কাদের। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা ও উপজেলার স্কাউটস কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল বলেন অনেক ভেবে চিন্তে প্রকল্পের জায়গা বাছাই করা হয়েছে। বিদেশীরা এ ধরনের জায়গায় কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করবে। তারা পদ্মা সেতুর অবকাঠামোর সাথে পরিচিত হতে পারবে। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন- সিজেকে-বি প্রজেক্ট বাস্তবায়নে আমাদের সকলে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। এতে শরিয়তপুরবাসীসহ পুরো দেশবাসী উপকৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। সিজেকে-বি প্রজেক্ট উপলক্ষে প্রজেক্ট এরিয়ার জনসাধারণের মধ্যে ৪৯০ টি কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা জনাব জনাব রাম চন্দ্র দাস এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। উল্লেখ, বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ৩য় সিজেকে-বি (স্কাউট অব চায়না-জাপান-কোরিয়া-বাংলাদেশ) ওয়ার্ক ক্যাম্প-২০১৬ শরিয়তপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

সিজেকে-বি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ৩য় সিজেকে-বি ওয়ার্ক ক্যাম্প-২০১৬ শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পৈলান মোল্লার কান্দি, আলমখার কান্দি, ওকুলউদ্দিন মুন্সির কান্দিতে অনুষ্ঠিত হবে। সিজেকে বি প্রকল্প এলাকার তিনটি গ্রাম পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল। তাদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব আবদুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহমেদ, ৩য় সিজেকে-বি ওয়ার্ক ক্যাম্প-২০১৬ এর আহবায়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোহসীন, জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা জনাব জনাব রাম চন্দ্র দাস, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব জামাল উদ্দিন শিকদার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জাজিরা ও পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলা জনাব মোবারক আলী শিকদার, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম ও আঞ্চলিক পরিচালক , বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জাজিরা জনাব আবদুল কাদের। তাঁরা গ্রাম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদেশ থেকে আগত বিদেশীদের থাকার জন্য পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে জাজিরা উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন

কক্ষে স্কাউটস কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

মাদারীপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক মাদারীপুরের পাঁচখোলা মুক্তিসেনা স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের

প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব আবদুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহমেদ, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমির হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোহসীন, জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস, পুলিশ সুপার, মাদারীপুর জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব জামাল উদ্দিন শিকদার, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম ও আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার স্কাউটস ও রোভার স্কাউটস এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল বলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান একজন গুনিজন। এ গুনিজনকে অনুসরণ করে এ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন- আমার স্বপ্ন গুনিজনে ভরে যাক পাঁচখোলা। এ এলাকার লোকজন সুখে স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করুক। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন প্রধান অতিথি। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস।

প্রস্তাবিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জায়গা পরিদর্শন

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাদারীপুরে স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জায়গা পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান

জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল । এ সময় তাঁদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার(গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব আবদুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহমেদ,মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমির হোসেন, ৩য় সিজেকে-বি ওয়ার্ক ক্যাম্প-২০১৬ এর আহবায়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোহসীন, জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস, পুলিশ সুপার, মাদারীপুর জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন) জনাব জামাল উদ্দিন শিকদার, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)

জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম ও আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার স্কাউটস ও রোভার স্কাউটস এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জেলা প্রশাসক মাদারীপুরকে অতিশীঘ্র প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বলেন।

এস.আর.এইচ.আর বিষয়ক টিওটি

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মেসেঞ্জার অব পিস (এমওপি) বিভাগ ও ইউ.বি.আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স যৌথভাবে ১৩ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উত্তরা, ঢাকায় এস.আর.এইচ. আর বিষয়ক টিওটি কোর্স সম্পন হয়। সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) বাংলাদেশ স্কাউটস, বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় উপ কমিশনার

(আন্তর্জাতিক) ও কান্ট্রি কো-অডিনেটর - এমওপি, উপস্থিত ছিলেন এ কে এম আশিকুজ্জামান, সহকারি পরিচালক, মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ও এমওপি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ডা. সুবীর কে. বাবু, সি.এস.ই টীম কো-অর্ডিনের, ইউ.বি. আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স, ডা. কল্লোল, এম.টি, ইউ.বি. আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স, সাদিয়া বিলকিস বানী, এম.টি, ইউ.বি.আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স, খাদিজা মোস্তারী মাহিন, পি.ও, এফ.পি.এ.বি, ফারুক আহমেদ, এম.টি, ইউ.বি. আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স, সৈকত, ডকুমেন্টশন ও ফিল্ম পরিচালক, এম.টি, ইউ.বি.আর বাংলাদেশ অ্যালিয়েন্স, উক্ত কোর্সে ২৬ জন কাব/ স্কাউট/ রোভার লিডার অংশগ্রহণ করে। কোর্সে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে সেশন হয় তার কয়েকটি হলো ঃ বয়ঃসন্ধিকাল এবং কৈশোর, সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা, জেন্ডার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন, যৌনবাহিত রোগ, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

■ খবর প্রেরক: আওলাদ মারুফ

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

৩৪৭ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স: বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় এবং ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় গত ০৪-০৯ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে ৩৪৭ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৩৭ জন শিক্ষার্থী এবং ০৮ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক প্রতিবিধান মহড়া

স্কাউটার সত্য রঞ্জন বর্মন এল.টি কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।

৩৪৮ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স: বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় এবং ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় গত ০৪-০৯ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৩৪৮ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ২৫ জন শিক্ষার্থী এবং ০৮ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। স্কাউটার মোঃ কুতুব উদ্দিন এল.টি কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।

৬৮ তম কাব লিডার স্কিল কোর্স: বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় এবং ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১০-১৩ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৬৮ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোর্সে ২৭ জন শিক্ষার্থী এবং ০৮ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। স্কাউটার মোঃ সাইফুল ইসলাম এল.টি কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।

৬৯ তম কাব লিডার স্কিল কোর্স: বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় এবং ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১০-১৩ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৬৯ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোর্সে ৪১ জন শিক্ষার্থী এবং ০৮ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। স্কাউটার শাহনাজ বেগম এল.টি কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।

প্রথম গ্রুপ ক্যাম্প

মুক্ত স্কাউটিং গ্রুপের প্রথম গ্রুপ ক্যাম্প ও বিজয় দিবস উদযাপন একই সাথে ১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচকে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ ক্যাম্পে ক্যাম্প চীফ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র গ্রুপের

বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে অগ্নি প্রজ্বলন

সভাপতি প্রফেসর ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

দিন ব্যাপী গ্রুপ ক্যাম্পে ১৫ জন রোভার সহচর ও ৪ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করে যা সম্পন্ন করে: এক রাতের তাঁবু বাস, নিজ উপদলের সাথে চুলা তৈরী করা, রান্না করার উপকরণ সংগ্রহ করে রান্না, হাইকিং, ফিল্ড বুক, অনুসরক চিহ্ন, হাইক রিপোর্ট, উপদলের সাথে হাইকিং-এ অংশগ্রহণ, উপদলের সাথে টার্ন-আপ ও পরিদর্শন, স্কাউটস ওন, ক্যাম্প ফায়ার, ক্রু-মিটিং, পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, ফান্ডামেন্টাল অব স্কাউটিং বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বিজয়ের ১ম প্রহরে একাত্তর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের তাঁবু জলসায় ১৬টি মোমবাতির মাধ্যমে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ক্যাম্প ফায়ারের শুরুতে সমবেত স্বরে জাতীয় সংগীত এবং শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ এর কণ্ঠের সাথে তাল মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশিত হয়।

সাপাহার সরকারি কলেজ রোভারদের দীক্ষা অনুষ্ঠিত

সাপাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপে দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় কলেজ প্রাঙ্গণে রোভার স্কাউটদের দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তিন মাস প্রশিক্ষণের পর ৩২ জন রোভার সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হোসেন শহীদ মাহবুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মো. মজিবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. রুহুল আমীন, রোভার নেতা মজিদুল আলম সহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

■ খবর প্রেরক: রোভার মো. আরমান হোসেন
নওগাঁ জেলা, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

পাবনা জেলায় চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

শিশু কিশোর ও যুবকদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তাদের সৎ, আদর্শবান, পরোপকারি নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপী স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি

রোভারদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় গত ৯ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত দেশব্যাপী চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী এ আয়োজনের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস পাবনা জেলা রোভারের ব্যাবস্থাপনায় একই সময়ে জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প বাস্তবায়িত হয়। সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ রোভার ডেন, পাবনায় এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্পে ৩৬ জন রোভার ও ১০ জন গার্ল ইন রোভার অংশগ্রহণ করে। ৪ দিনের বিদ্যুৎ ক্যাম্পে প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সম্পর্কে সচেতন হয় ও হাইকিংয়ে গিয়ে অপরকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবহারে সচেতন করে। ক্যাম্প ত্যগ করার পর নিজ গ্রাম ও উপজেলার সকলকে সচেতন করার ইচ্ছা পষোণ করেন ও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে।

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্টান

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারেও বেশ জাঁক জমকপূর্ণভাবে দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে ৪৩জন রোভার দীক্ষা নেয়। এই ৪৩ জন রোভার দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ৬ মাস নিয়মিত ক্রু মিটিং এ অংশগ্রহণ করে, লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং চুড়ান্ত বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়। দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ড. মো. মোরাদ হোসেন মোল্লা, অধ্যক্ষ, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মো. আশরাফ আলী, সম্পাদক, পাবনা জেলা রোভার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ড. মো মসিউর রহমান, সম্পাদক, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রোভার স্কাউট গ্রুপ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এরআরএসএল, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান গন ও শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দীক্ষা পাঠ করান ড. মো মসিউর রহমান, গ্রুপ সম্পাদক,। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি সহচর হাইকিং এবং ভিজিল সম্পন্ন করে। দীক্ষা পাঠ শেষে সন্ধায় তাঁবু জলসার আয়োজন করা হয়। তাঁবু জলসার নব দীক্ষাপ্রাপ্ত সদস্য, প্রশিক্ষণ এবং সেবা স্তরের রোভাররা পৃথক পৃথক পরিবেশন করে।

■ খবর প্রেরক: রোভার মো: শরিফুল ইসলাম
পাবনা জেলা স্কাউটস

ঢাকা কলেজ রোভার গ্রুপের শীতবস্ত্র বিতরণ

ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত হয় শীতার্তদের জন্য শীত বস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম। উক্ত কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন অত্র গ্রুপের সভাপতি ও অধ্যক্ষ প্রফেসর তুহিন আফরোজা আলম, সহ-সভাপতি ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লা, সম্পাদক জনাব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার ও কোষাধ্যক্ষ মাহবুবা খানম।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার ঢাকার পলাশী মোড়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল সংলগ্ন বস্তি এলাকায় সুবিধা বঞ্চিত ও দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ঢাকা কলেজের ৭ টি ছাত্রাবাস ও কলেজ ক্যাম্পাস হতে সংগৃহীত ৫০০ টি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং ২০০ টি নতুন কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন অত্র গ্রুপের সম্পাদক ও জাতীয় উপ-কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সেখ, রোভার স্কাউট লিডার জনাব শামিম আরা বেগম, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার মাহমুদ ও অত্র গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট এবং রোভার বৃন্দ।

সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর শীতবস্ত্র বিতরণ

সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর উদ্যোগে দুঃস্থ দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি ১৬ সরকারি বিএল কলেজ- এর অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি প্রফেসর

গুলশান আরা বেগম- এর নেতৃত্বে বিএল কলেজ রোভার ডেন-এ এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচি তে বিভিন্ন এলাকার দুঃস্থ ও অভাবীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর গ্রুপ সম্পাদক প্রফেসর মোহাঃ শহীদুল ইসলাম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা জেলা রোভার- এর কমিশনার জনাব মোঃ শিকদার রুহুল আমিন, খুলনা জেলা রোভার- এর সম্পাদক জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার সহ খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ এনামুল কবির মামুন, খুলনা জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি শেখ শরিফুল ইসলাম বাপ্পি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ- এর আরএসএলবৃন্দ, রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার সদস্যরা।

শীতার্তদের পাশে সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ

সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ এর আয়োজনে ও আলোর সন্ধানে সান্তাহারের সহযোগিতায় সান্তাহার শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারি সান্তাহার সরকারি

কলেজ প্রাঙ্গণে বেলা ১১টায় এই শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন, সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপের সহ-সভাপতি মো. হামিদুল হক, নওগাঁ জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি সুলতান আহমেদ, আলোর সন্ধানে নওগাঁর সভাপতি মো. আরমান হোসেন সহ অন্যান্য গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ৪০জন শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মো. আরমান হোসেন
নওগাঁ জেলা অগ্রদূত সংবাদ দাতা

কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের উদ্যোগে গ্রুপ কমিটির সভাপতিদের সাথে মতবিনিময়

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব জি এম এম জাফরউল্লাহ। পাশে উপস্থিত কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শাহ মোঃ জিয়াউল হক, জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী-এলটি ও গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রাম চন্দ্র রায়

বিগত ৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস, কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক এর সভা কক্ষে এক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব জি এম এম জাফরউল্লাহ। গ্রুপ সভাপতিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী-এলটি। জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় রোভার স্কাউটের সম্প্রসারণের জন্য যে কোন সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বিভিন্ন মাদ্রাসা, মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এবং কলেজের মোট ৪১ জন গ্রুপ সভাপতি উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ শাহীন
অগ্রদূত সংবাদ দাতা, কিশোরগঞ্জ

রামগঞ্জ উপজেলা স্কাউটসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী সমাবেশের দৃশ্য

চতুর্থ উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়ন

গত ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ রামগঞ্জ এম ইউ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে রামগঞ্জ উপজেলা স্কাউটসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস রামগঞ্জ উপজেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ,রামগঞ্জ, জনাব কবির আহাম্মদ, লিডার ট্রেনার, কমিশনার ,বাংলাদেশ স্কাউটস,লক্ষ্মীপুর জেলা। জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, সিএএলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর জেলা। ক্যাম্পুরী চীফ ছিলেন উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব আফরোজা আক্তার, প্রোগ্রাম চীফ ছিলেন জনাব সাইদ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সিএএলটি। বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সম্পাদক উপজেলা স্কাউটস, রামগঞ্জ, জনাব আফরোজা আক্তার, জনাব মাইনুল ইসলাম, ইউইও, রামগঞ্জ, জনাব কবির আহাম্মদ, এলটি, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর জেলা।প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামগঞ্জ মহোদয় বক্তৃতা শেষে ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন।

কাব স্কাউট তানিম কবিরের কৃতিত্ব

কাব স্কাউট তানিম কবির ২০১৫ সালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে স্কাউট পরিবারের গৌরব অর্জন করেছে। তানিম কবিরের পিতা শ্যামগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটসের জেলা কমিশনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের একজন লিডার ট্রেনার। তার মাতা কাব স্কাউট শাখার একজন উডব্যাজার এবং শিশু একাডেমীর প্রাক- প্রাথমিক শাখার শিক্ষক। তানিম কবির ২০১৫ সালে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তার মেঝো ভাই নাইম কবির ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা পাশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পদকটি গ্রহণ করেছেন। তার বড় ভাই ফাহিম কবির একজন কাব স্কাউট এবং স্কাউট হিসেবে স্থানীয়, আঞ্চলিক , জাতীয় পর্যায়ের ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও মুটে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা স্কাউট পরিবারের সর্বশেষ সদস্য কাব স্কাউট তানিম কবিরের উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করি। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

কক্সবাজার জেলা নৌস্কাউটস-এ চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প সম্পন্ন

স্কাউটদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের সহযোগিতায়, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় এবং কক্সবাজার জেলা নৌ স্কাউটস এর উদ্যোগে ফরোয়ার্ড বেস কক্সবাজারে গত ২০-২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প সমাপ্ত হয়। উক্ত ক্যাম্পে জেলার আওতাধীন বিভিন্ন স্কুল থেকে ২৫ জন নৌ স্কাউট এবং ১৬ জন গার্ল-ইন নৌ স্কাউট অংশগ্রহণ করে। এবারের ক্যাম্পের থীম হলো 'আলোর পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে'। ক্যাম্প উপলক্ষে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেষ্টুনসহ

একটি র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ন স্থান জাম্বুর মোড়, লাবণী মোড়, হলিডে পয়েন্ট এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে ক্যাম্প এলাকায় সমাপ্ত হয়। ক্যাম্পের শেষদিন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সকালে স্কাউটরা হাইকিং এর মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ বার্তা পৌঁছানোর লক্ষ্যে এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করতে সক্ষম হয়। উক্ত ক্যাম্পে স্কাউটরা বন্ধু চুলা, সৌর বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, সমাজ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নবয়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কে সর্মক জ্ঞান লাভ করে।

র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও লিডারবৃন্দের অংশগ্রহণ

চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্পের সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব লেঃ এম আকতার হোসেন (এসডি) (কম), বিএন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নৌ স্কাউট লিডার জনাব মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন "ভবিষ্যৎ জ্বালানি, নিরাপত্তা, বিকল্প জ্বালানি ও সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি মনে করেন ক্যাম্প শেষে স্কাউটরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করবে। পরে তিনি স্কাউটদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ এবং স্কাউটদের পরিবেশিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। উক্ত ক্যাম্পে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আশুতোষ মজুমদার, উডব্যাজার। উক্ত ক্যাম্পে প্রশিক্ষক ছিলেন বি এন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম এর শিক্ষক জনাব এ কে এম জহিরুল হক সহ কক্সবাজার জেলা নৌস্কাউট এর লিডারবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কক্সবাজার আয়োজিত শিশু–কিশোরদের কুচকাওয়াজ শহীদ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

কক্সবাজার-রামু-৩ আসনের সম্মাণিত এমপি জনাব সাইমুম সরোয়ার কমল। উক্ত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অত্র জেলা নৌ স্কাউটসের নৌ স্কাউট, গার্ল-ইন-নৌ স্কাউট, নৌ রোভার,গাল-ইন নৌ রোভার ও লিডারসহ সর্বমোট ১২০জন অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ০১টি গার্ল-ইন নৌ রোভার দল, ০১টি নৌ স্কাউটদল এবং ০১টি গার্লস–ইন নৌ স্কাউটদলসহ ০৩টি দল অংশগ্রহণ করে ।

কাপ্তাই-এ ওরিয়েন্টশন কোর্স সম্পন্ন

বাংলদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চলের সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম, কাপ্তাই ও কক্সবাজার জেলা নৌস্কাউটস এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সকাল ১০ টায় বাংলদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, কাপ্তাই-এ স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের সম্মাণিত সচিব ইঃ কমান্ডার এম সাজেদুল করিম, (ট্যাজ), বিএন। কোর্সে চট্টগ্রাম, কাপ্তাই ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে আগত শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ বিভিন্ন পেশার ৩৮জন অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের সিডিউল অনুয়ায়ী কোর্স পরিচালিত হয়। কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের জেলা স্কাউট লিডার জনাব মশিউর রহমান, এএলটি এবং প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জনাব এম জাহাঙ্গীর আলম, এএলটি, জনাব মোঃ মোর্শেদ পারভেজ, উডব্যাজার, জনাব মোঃ মুছা, উডব্যাজার এবং জনাব মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার।

■ মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার
জেলা নৌ স্কাউট লিডার, কক্সবাজার জেলা নৌস্কাউটস

ওরিয়েন্টশন কোর্স সম্পন্ন

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের সচিব ইঃ কমান্ডার এম সাজেদুল করিম, (ট্যাজ), বিএন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন "শিক্ষকতার পাশাপাশি স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণসহ স্কাউটিং এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ইউনিটে সময় দিতে পরামর্শ দেন এবং কোর্সের সকল অংশগ্রহণকারীকে পরবর্তী বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাপ্তাই জেলা নৌস্কাউটসের জেলা স্কাউট লিডার জনাব এম জাহাঙ্গীর আলম, এএলটি। পরিশেষে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প সম্পন্ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের সহযোগিতায়, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় এবং চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর উদ্যোগে বিএন স্কুল ও কলেজ, নাবিক কলোনী-২, চট্টগ্রামে গত ২০-২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত চতুর্থ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প অনষ্ঠিত হয়।

উক্ত ক্যাম্পে জেলার আওতাধীন বিভিন্ন স্কুল থেকে ২৮ জন নৌ স্কাউট এবং ১২ জন গার্ল-ইন নৌ স্কাউট অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস ক্যাম্প পরিদর্শন করে সকলকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক টীমের মালামাল প্রদর্শন

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ বুধবার সকাল ১১ টায় চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর কার্য্যালয় নাবিক কলোনী-২ এ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক টীমের মালামাল প্রদর্শিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর মাননীয় কমিশনার ও বানৌজা ঈসাখান এর অধিনায়ক কমডোর এম শাহজাহান, (এন), পিএসসি, বিএন। এছাড়াও চট্টগ্রাম জেলা সচিব ইঃ কমান্ডার সাজেদুল করিম, (ট্যাজ), বিএন সহ চট্টগ্রাম

দূর্যোগকালীন ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণসহ স্কাউটারবৃন্দ

জেলা নৌস্কাউট এর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, ইউনিট লিডার এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল স্কাউট লিডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্কাউটদের আঁকা ঝোকা

মো: আশিকুজ্জামান আহমেদ (রুদ্র)
শ্রেণি: ৪র্থ

মো: সুজন হোসেন সেজাদ
শ্রেণি: ৫ম

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন : বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন ; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন ; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts 60th Year 1st Issue, January-2016

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Md. Majibar Rahman Mannan, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone: 9337714, Printed by: Dotnet Limited, 51/51A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578